আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা দুই যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন। গতকাল রোববার রাত ২ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার পারলক্ষীপুর গ্রামে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন-ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বুড়া গ্রামের সেন্টু মিয়ার ছেলের খালিদ হোসেন (১৮) ও একই গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে তামিম হোসেন (১৮)। আহত সজিব আলী (১৯) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সিন্দুরিয়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, মোটরসাইকেল যোগে রাতে কুষ্টিয়ায় একটি কনসার্টে গিয়েছিলেন ওই তিন যুবক। পরে একই মোটরসাইকেলেযোগে বাড়ি ফিরছিল তারা। এসময় পারলক্ষীপুর গ্রামে পৌঁছালে তাদের মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান খালিদ ও তামিম। গুরুতর আহত হন সজিব। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গনি মিয়া বলেন, নিহতদের মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। পরে পরিবারের নিকট লাশ হস্তান্তর করা হয়।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে

ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মো. জীবন হোসেন (১৯) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হারদি-ওসমানপুর সড়কের কানাপুকুর মাঠ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জীবন মীরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামের মো. রশিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার সকালে নিহত জীবন তার চাচাতো ভাইয়ের মোটরসাইকেল নিয়ে হারদি বাজারে ঘুরতে যায়। ফেরার পথে সে হারদি-ওসমানপুর সড়কের কানাপুকুর মাঠ নামক স্থানে এলে মোটসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক থেকে ছিটকে পার্শ্ববর্তী গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) কায়েস মাহমুদ ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে হারদি হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ হাসপাতাল হতে উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের কাছে হস্তান্তরের পক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মোটরসাইকেল পাখিভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মুজিবনগর সড়কে মোটরসাইকেল পাখিভ্যান মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে মোটরসাইকেল চালক পায়েল হোসেন (৩৮)ও রাকিব হোসেন (২০) ভ্যান চালক হযরত আলী (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছে। এদের মধ্যে পায়েল হোসেনের এক হাতের কব্জি বিছিন্ন

হয়ে গেছে ও এক পা ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে।

জানাগেছে গতকাল বুধবার রাত ১০ টার দিকে দর্শনা মুজিবনগর সড়কের কেরুজ মিল গেটের সামনে এ দৃর্ঘটনা ঘটে। আহত পায়েল হাসান দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর কুতুবপুর গ্রামের নায়েব আলীর ছেলে। মোটরসাইকেলে থাকা চুয়াডাঙ্গার গাইদঘাট গ্রামের সদর আলীর ছেলে রাকিব হোসেন গুরতর আহত হয়েছে।

এদেরকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে আশংকা অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষসুত্রে জানাযায় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল হোন্ডা ১৫০ সিসির যার নং চুয়াডাঙ্গা ল-১১-০৭৯১ দর্শনা শহরের দিক থেকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। এসময় পাখিভ্যান দর্শনা কেরুজ ১নং মিল গেট দিয়ে মহাসড়কে উঠছিলো দ্রতগতির মোটরসাইকেলটি সরাসরি পাখিভ্যানের ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত নিরব হোসেন বলেন, মটরসাইকেল ও পাখিভ্যান দুইটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে আহত দুজনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গোরস্থানের মিটিং শেষ করে এসে দেখলেন মোটরসাইকেলটি নেই

গোরস্তানের মিটিং শেষ করার আগেই মোটরসাইকেল নিয়ে চম্পট দিলো চোর। মোটরসাইকেল মালিক গাংনী শহরের মাঠপাড়ার রেজাউল হকের ছেলে রায়হান আলী বলেন, ওলিপাড়া কবরস্থানের ম্যানেজিং কমিটির সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ১৫০ সিসির পালসার মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশে রেখে ঘাড় লক করে গেছিলাম।

সভা শেষ করে ফিরে এসে আর গাড়িটি খুঁজে পাইনি। সিসি ক্যামেরাতে তেখা গেছে মুখে মাস্ক পরিহিত এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নং (মেহেরপুর-ল ১২-৩৩২৬) তালা ও ঘাড়ের লক ভেঙ্গে

নিয়ে পালিয়ে গেছে।

এ ঘটনায় রায়হান আলী বাদি হয়ে অজ্ঞাতনামা চোরের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মোটরসাইকেল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়া বাইপাশ সড়কে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা হলো, দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের

রওশন আলি’র ছেলে মোঃ ফরহাদ হোসেন (২৮) এবং একই উপজেলার জয়রামপুর মাঠ পাড়ার মো: নজরুল ইসলাম নজু’র ছেলে আশিক (২০)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ বিকালে উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামের রওশনালীর ছেলে ফরহাদ হোসেন একই উপজেলার ডুগডুগি বাজার থেকে নিজস্ব মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ি কানাইডাঙ্গা যাওয়ার সময় লোকনাথপুর পশ্চিমপাড়া বাইপাস সড়কে পৌঁছালে অপর দিক থেকে আসা আর একটি মোটরসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ফলে ফরহাদ হোসেনের ডান পা ভেঙে যায় এবং অপর মোটরসাইকেল চালক আশিক গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন ও দর্শনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহত ২ জনকে উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ফরহাদ হোসেনকে ভর্তি রাখেন। অপর মোটরসাইকেল চালক আশিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন,কারো পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে সড়কে স্বঘোষিত ভিআইপিদের দাপট

মেহেরপুর জেলায় সড়কে যত্রতত্র শোনা যায় সাইরেন ও হুটারের তীব্র শব্দ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় জরুরি প্রয়োজনে যেসকল যানবহনে সাইরেন ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে, এগুলো সেটা না। উঠতি বয়সের ছেলেরা মোটরসাইকেলে এবং একটু বিত্তশালী পরিবারের ছেলেরা প্রাইভেট কার ও জিপে এগুলো ব্যবহার করছে। শুধু তাই নয় মেহেরপুর জেলার রেন্ট এ কার ব্যবসায়ীদের প্রায় ৮০ শতাংশই তাদের গাড়িতে হুটার ও সাইরেনের ব্যবহার করে। সাইরেন ও হুটারের শব্দ শুনলে মানুষ ওইসব বাহনকে দ্রুত চলাচলের সুযোগ করে দেয়। এতে একদিকে যেমন শব্দ দূষণ বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারণাতেও এ ধরনের কর্মকাণ্ড জেলা জুড়ে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। সাইরেন ও হুটার ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচন কেন্দ্রিক অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে বলেও অনেকে মন্তব্য করছেন।

প্রকৃত ভিআইপি ব্যতীত পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও রোগীবাহী এম্বুলেন্সে সাইরেন ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। অথচ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে সাইরেন ব্যবহার করা হচ্ছে মোটরসাইকেল বা কালো গ্লাসে ঢাকা দামি কোনো গাড়িতে। এ যেন নিজেদেরকে স্বঘোষিত ভিআইপি বলে প্রকাশ করার ঔদ্ধত্য ।

এভাবে শহরের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে সাইরেন ও হুটার বাজিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে স্বঘোষিত ভিআইপিরা। বিশেষ করে উঠতি বয়সের তরুণরা এ ধরনের গাড়িগুলো চালিয়ে বা রেস করে বিকৃত আনন্দ খুঁজে পায়। এছাড়া কতিপয় কিশোররাও নিজের মোটরসাইকেলে সাইলেন্সার পাইপ খুলে বিকট

শব্দ তৈরি করে আতঙ্ক ছড়ায়। এদের কেউ কেউ আবার জীবজন্তুর অদ্ভুত আওয়াজের ডিজিটাল হর্ণ ব্যবহার করে। রাস্তায় চলন্ত গাড়ির ঠিক পেছনে পৌঁছেই অথবা জনসমাগম স্থলে পৌছানো মাত্র বিকট শব্দ ছড়ানো হর্ণ বাজিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টিসহ রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ মানুষকে তটস্থ করে দিচ্ছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘অবৈধ হুটার ও সাইরন নিয়ন্ত্রণে আমরা দু-একদিনের মধ্যেই কঠোর অভিযানে নামবো। ইতিমধ্যে আমরা জেলা ট্রাফিক বিভাগের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করেছি। এবার আমরা জরিমানা ও আটকসহ সর্বোচ্চ কঠোর হব। আমাদের এই কার্যক্রম শুধু নির্বাচন কেন্দ্রীক সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং পথচারী ও চালক উভয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহ সকলকে যথাযথ ট্রাফিক আইন মেনে চলতে আগামীতে বাধ্য করা হবে। ‘

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নি*হত ১, আহত ৪

মেহেরপুর-কাথুলী সড়কে দুটি মোটরসাইকেলেরে মুখোমুখি সংঘর্ষে বায়েজিদ হোসেন (১৮) নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও চার জন।

আজ দুপুর ১ টার সময় কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফে সংলগ্ন সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বায়েজিদ সদর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসি ইসমাইল হোসেনের ছেলে। সে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। আহতরা হলেন-মনোহরপুর গ্রামের মিঠুর ছেলে মোকাদ্দেস, শহরের ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ পাড়ার সাহাবদ্দিনের ছেলে আরিফুল, সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শহিদুল্লাহর ছেলে মহিদুল, আমিরুল ইসলামের ছেলে শ্রাবণ।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় নিহত বায়েজিদ তার বন্ধু মোকাদ্দেন

নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়ি মনোহরপুর থেকে মেহেরপুর শহরে যাচ্ছিলেন। অপরদিক থেকে আরিফুল, মহিদুল ও শ্রাবণ অপর একটি মোটরসাইকেলে বিপরীতে দিকে যাচ্ছিলেন। কাথুলী সড়কের এবি ক্যাফের কাছে পৌছালে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে বায়েজিদ ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুটি মোটরসাইকের বাকি চারজন আহত হন। খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে নিহতের মরদেহ ও আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে মোকাদ্দেসের অবস্থা গুরতর হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই মোমিন জানান, দুটি মোটরসাইকেলের দ্রতগতি ছিলো। ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। নিহতের সুরতহাল রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। পরবর্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় কৃষক নিহত

আলমডাঙ্গায় রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আয়ুব আলী
(৬০) নামের একজন কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের জগন্নাথপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়েছে।

এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলচালক মাহবুব আলম (৩৮)। তিনি উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া এলাকার আনিসুজ্জামানের ছেলে।

স্থানীয়–পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে আয়ুব আলী মাঠে কৃষি কাজ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে তিনি আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়ামুখী একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ও মোটরসাইকেলচালক সড়কের ওপর ছিটকে পড়েন। এ সময় কৃষক আয়ুব আলী ঘটনাস্থলে মারা যান।

আশপাশের লোকজন মোটরসাইকেল চালককে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার নাথ জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা; স্কুলছাত্রের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া টিপু খালির মাঠে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাঈদ (১৫) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাঈদ উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের শাহিনের ছেলে ও গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সাঈদ দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চৃালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা বাবলা গাছে সজরে ধাক্কা দেয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার সীমা বিশ্বাস তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান,সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল জিম্মা নিতে এসে কারাগারে গেলেন মালিক

মোটরসাইকেল নিজের দাবি করে তা নিজ জিম্মায় নিতে এসে কারাগারে যেতে হলো মোটর সাইকেলের মালিক মো: আলাউদ্দিনকে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত এই আটকাদেশ প্রদান করেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, গত ১ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের ছাতিয়ান নামক স্থানে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেলের সাথে দূর্ঘটনায় আ: রহিম নামে এক ব্যাক্তি মারা যায়। তার ভাই মো: নাজির হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা মোটর সাইকেল চালকের বিরুদ্ধে মামলা দয়ের করেন।

সড়ক দুর্ঘটনার পর মোটর সাইকেলটি পুলিশ জব্দ করলেও আসামি পলাতক ছিল। আজ মঙ্গলবার মোটরসাইকেলের মালিক মো: আলাউদ্দিন আদালতে হাজির হয়ে নিজেকে মোটর সাইকেলের মালিক দাবি করে মোটর সাইকেলটির জিম্মার আবেদন করেন। মালকানা সংক্রান্ত সব কাগজপত্র থাকাতে জিম্মার আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। সেইসাথে যেহেতু জিম্মার আবেদনকারী নিজেই মোটর সাইকেলটির মালিক এবং একই মোটরসাইকেল দিয়ে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেহেতু অপরাধের সাথে মো: আলাউদ্দিনের সংশ্লিষ্টতা থাকার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় আদালত তাকে আটক রাখার নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা এই ব্যাক্তির দ্বারাই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তাকে মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করলে আদালত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও আবেদন পর্যালোচনা করে মোটর সাইকেলটির মালিককে গ্রেফতার দেখিয়ে জেল হাজতে প্রেরনের নির্দেশ দেন।